ভোরের কাগজ

তারিখ 16 DEC 2002
পৃঃ ৮ কলাম ৯

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক সংকট ও তার সমাধানের 'সবক'

রাহমান নাসির উদ্দিন

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান নয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকট মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সরকারের কাছে ৫৫ কোটি ৭১ লাখ টাকা বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট অংকের আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সরকারের কাছে এ আবেদন জানায়। মঞ্জুরি কমিশনের বক্তব্যানুযায়ী বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ১১ কোটি ১৩ লাখ টাকা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ৩ কোটি ২ লাখ টাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ১৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ২ কোটি ৬২ লাখ টাকা, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি ৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। এছাড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ঘাটতি রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাহজালাল, ইসলামী এবং খুলনা) অবস্থা এতোটাই শোচনীয় যে, জরুরি ভিত্তিতে ৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা বরাদ্দ করা না হলে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হবে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এসব সমস্যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ টি এম আফজালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-সমস্যা সমাধানের আপাত ব্যবস্থা করে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে চরম তাচ্ছিল্যভরে অর্থমন্ত্রী 'তাদের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনটেতন দেওয়ার জন্য ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছি', বলে মন্তব্য করেন। মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুরোধিত এবং আবেদনকৃত ৫৫ কোটি ৭১ লাখ টাকার জরুরি বরাদ্দের বিপরীতের অর্থমন্ত্রী সর্বমোট ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের আশ্বাস দেন। সঙ্গে কিছু 'সবক' দেন কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানো যায়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ওনারা আমার কাছে এমন করে টাকা চাইতে আসলে আমার শরম লাগে। একই কথা তিনি প্রতিনিধিদলকেও বলেছেন।

কেন বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এতো বিশাল অংকের আর্থিক ঘাটতি? এক্ষেত্রে সরকারের করণীয় কী? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরই বা করণীয় কী? অর্থমন্ত্রীর সবক কতোটা প্রয়োজনীয়? সমস্যার আসল উৎস কোথায়? আজ ইত্যাকার বহুবিধ সওয়ালের জবাব খোঁজার প্রয়োজন পড়েছে।

প্রথমেই আলোচনা প্রয়োজন ইউজিসির প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া বক্তব্যে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীর শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাস নিয়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যা ছিল অত্যন্ত আপত্তিজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে 'বেতন-টেতন' বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা অবশ্যই অর্থমন্ত্রীর অবিনয়সুলভ মন্তব্য; কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা 'সাইফুর রহমানের ফার্মের কর্মচারী' নন যে তিনি এ রকম অসম্মানসূচক শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বরাদ্দের কৃতিত্ব জাহির করবেন। 'আপনারা এভাবে আমার কাছে টাকা চাইতে আসলে আমার শরম লাগে'— এ বাক্য ব্যবহারের আগে অর্থমন্ত্রীর একবার ভাবা উচিত ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য বরাদ্দ অর্থ সাইফুর রহমান বাড়ি থেকে এনে দেন না। অর্থ জনগণেরই অর্থ, সাইফুর রাহমান কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেই এ অর্থ প্রয়োজনানুযায়ী বরাদ্দ দিতে পারেন। আর, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ঘাটতির কথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভিভাবক প্রতিষ্ঠান 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের' মাধ্যমে নিয়মানুগভাবে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে অর্থমন্ত্রীর কাছে চাওয়া হয়েছে, এতে শরমের কিছু নেই। এটা সরকারের দায়িত্ব এবং জনগণের অধিকার। 'শরম' যদি লাগে সেটা হবে সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য এবং খোদ অর্থমন্ত্রীর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অক্ষমতার জন্য। সরকারের টাকা জনগণেরই টাকা, আর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই জনগণেরই ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে অর্থমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্যে আমি রীতিমতো অপমান বোধ করেছি। শিক্ষা, শিক্ষক এবং বিদ্যালয় বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে মন্তব্যের ক্ষেত্রে সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসেবে এ ধরনের অসম্মানজনক ও তাচ্ছিল্য উক্তি একান্তই অনভিপ্রেত এবং অশোভন।

• এবার আসা যাক কেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এতো বড়ো মাপের আর্থিক ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর কাছে পেশকৃত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টের পেছনে সাতটি কারণ দেখানো হয়েছে। ১. কমিশনের চাহিদার চেয়ে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া, ২. পেনশন গ্রহণকারীর তুলনায় সরকারি বরাদ্দ কম, ৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেলেও সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি না পাওয়া, ৪. বাজেট বহির্ভূত অতিরিক্ত

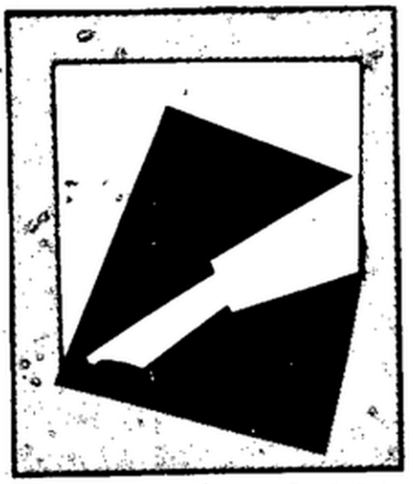

জনবল নিয়োগ, নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট খোলা, ৫. পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়া, ৬. রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলোকে অধিক পরিমাণ অনুদান দেওয়া, ও ৭. ইউজিসির নীতিমালা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতিমালায় পদোন্নতি প্রদান।

• এ সাতটি কারণের অন্যতম ৪টি (১,২, ৩ ও ৪) কারণই হচ্ছে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা। বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমতির কথা বলে কমিশনের চাহিদানুযায়ী প্রায় প্রতিবছরই অপর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়। ফলে, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি না হওয়ায় প্রতিবছর এ ঘাটতির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এছাড়াও প্রতিবছরই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেনশনভোগীর সংখ্যা বাড়ছে, অথচ সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়ছে না। অধিকন্তু, সময় ও যুগের চাহিদানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট খুলছে, যা বিশ্বমানের নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিষয়। এবং প্রকৃতি ও প্রকরণগতভাবে এ দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিশ্বের জ্ঞানের অভিযাত্রায় আমাদের প্রজন্মের মেধা ও মননকে সম্পৃক্ত করা। ফলে নতুন নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের জন্য বরাদ্দ অর্থ থেকে এ অতিরিক্ত কাজ করে বলে প্রতিবছরই এ ঘাটতির পরিমাণ বাড়তে থাকে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট গেলেও 'ফি-বছরই 'টাকা নাই' বলে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থ সংকটে পড়তে বাধ্য হয়। ৫নং কারণে দেখানো হয়েছে, পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়ের তুলনায় আয় কম। এটাও অনেকটা সঙ্গত কারণে হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমান্বয়ে বাড়লেও শিক্ষকদের বেতন-ভাতার পরিমাণ সেই ৭ বছর আগে প্রদত্ত স্কেলেই আছে, যা আজকের দিনে অত্যন্ত সামান্য, অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত। ফলে পরিবহন খাতে শিক্ষকদের কাছ থেকে একটি ন্যূনতম ফি বেতন থেকে কেটে রাখা হয়। এ ফি বাড়ানোর কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। ৬নং কারণটিও নিতান্তই ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক। চট্টগ্রাম, খুলনা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই ক্যাম্পাসে স্থাপিত ও অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলোর জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়। এটা মূলত অনন্যোপায়-প্রসূত একটি বিষয়, যা বাস্তবিক এবং মানবিক কারণেই করা হয়ে থাকে। ৭ নং কারণটির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা উপেক্ষার কথা বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়িত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী পরিষদ 'সিন্ডিকেটের' হাতে থাকে। এ সিন্ডিকেটই মূলত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিশোধন ও বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। ফলে এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রয়োজনে এক এক নিয়ম তৈরি করা হয় সিন্ডিকেটের এক এক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। ফলে, নিয়োগ-পদোন্নতির ক্ষেত্রে সবক্ষেত্রে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসির নীতিমালা অনুসরণ করা বাস্তব কারণেই সম্ভব নয়। তাই, এটিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে বিধায় আর্থিক সংকটের একটি কারণ বলা যায় তবে, এক্ষেত্রে সরকারের তেমন কিছুই করণীয় নেই। ইউজিসি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সঙ্গে বসে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে

এখনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাৎসরিক বেতন নেওয়া হয় ১২ টাকা। হলের ছিটভাড়া নেওয়া হয় বাৎসরিক ১৫০ টাকা। আজ থেকে ২০-৪০ বছর আগেও যা ছিল আজকেও ঠিক তাই। যা বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই, যৌক্তিক হারে ছাত্র-বেতন ও হলের ছিট ভাড়া বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে, 'শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার' একথা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।